দৈনিক ইনকিলাব

(৫)

142

তারিখ 14 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

কারিগরি শিক্ষা

বর্তমান সরকার কারিগরি বা ডিপ্লোমা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। মাঝে মাঝে এসব কারিগরি বা ডিপ্লোমা শিক্ষাও অর্থহীন হয়ে পড়ে—কারণ এসব জনশক্তি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। পূর্ব থেকে এ সকল জনশক্তির জন্য নির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় না বা করা হলেও বিভিন্ন জটিলতা এবং স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

উদাহরণস্বরূপ—মেডিকেল এসিসট্যান্টদের কথা ধরা যাক, ১৯৭৬ সালে এ দেশের মেডিকেল এসিসট্যান্ট কোর্স চালু হয়। মেডিকেল এসিসট্যান্ট কোর্সকে এল, এম, এফ, সমমানের কোর্স হিসেবে করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা হয়। এর ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এই কোর্স সমাপ্ত করে। কিন্তু পরিবর্তী সময় মেডিকেল এসিসট্যান্টরা স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকল। এল, এম, এফ, সমমানের কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হল না। পরবর্তীকালে ডিপ্লোমা মেডিকেল এসিসট্যান্টগণ ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সংগে তুলনা করে তাদের ন্যায়সংগত দাবী সরকারের নিকট বিভিন্ন সময় তুলে ধরে। সরকার ডিপ্লোমা মেডিকেল এসিসট্যান্টদের দাবী গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে কিছু দাবী বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয়, ন্যায়সংগত এসব দাবী আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে যারা এ কোর্স সমাপ্ত করছে, তাদের চাকরির নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে না, পক্ষাণ্তরে যারা শুধুমাত্র এস, এস, সি, পাস করে এ কোর্স সমাপ্ত করছে, তারা অপর কোন উচ্চশিক্ষা নিতে পারছে না। দাবী বাস্তবায়িত না হলে চাকরি ছাড়া বাইরে কোন কাজও করা যাচ্ছে না। একদিকে চাকরি ও কাজের অনিশ্চয়তা অপরদিকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অর্থাৎ গণতন্ত্রের মৌলিক চাহিদাকে অস্বীকার করা। তাই মেডিকেল এসিসট্যান্টদের ন্যায়সংগত দাবী— চাকরির নিশ্চয়তা এবং এই কোর্সকে শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করে মেডিকেল এসিসট্যান্টদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া উচিত বলে মনে করি।

প্রত্যেক কারিগরি বা ডিপ্লোমাদের পূর্ব থেকে শিক্ষা, শিক্ষারমান এবং তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানানো উচিৎ এবং প্রতিশ্রুতি মেতাবেক পালন করাও দরকার। তা না হলে শুধু কারিগরি শিক্ষার নামে কিছু যুবশক্তি এবং তাদের মেধাকে ধ্বংস করা হবে।

—মোঃ হারুন-অর-রশীদ